তারিখ 13 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

চার বেসরকারি ভার্সিটির শতাধিক ছাত্র নিখোঁজ!

● তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু
● একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে হয়েছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ

■ আবুল খায়ের

চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকার সন্ধান পেয়েছে একটি গোয়েন্দা সংস্থা। মাত্র তিনদিন ধরে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য পায় সংস্থাটি। তাদের নিখোঁজ থাকার বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অপর একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টিও তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে। ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে এবং ঈদের দিন শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটে। এ দুইটি ঘটনায় নিহত হামলাকারীদের অধিকাংশই বিত্তশালী পরিবারের সন্তান এবং তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ুয়া ছাত্র। এই ঘটনার পরেই সরকারের শীর্ষ মহল থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশব্যাপী নিখোঁজ তরুণদের ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।

পুলিশ, র‍্যাবসহ একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। মাত্র তিনদিনের অনুসন্ধানে চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এতসংখ্যক ছাত্র নিখোঁজ থাকা তাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই নিখোঁজ ছাত্রদের মধ্যে ৯৫ ভাগের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংবা অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে কিছুই জানানো হয়নি।

অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তারা ইত্তেফাককে বলেন, আমরা ভাবতে পারিনি নামি-দামী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এমনভাবে জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়বে এবং গলা কেটে সাধারণ মানুষকে হত্যা করবে। এটা বিবেকবান মানুষের কাজ নয়। ওই সকল ছাত্রের ৯০ ভাগই উচ্চবিত্ত, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীতে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত একশ্রেণির কর্মকর্তার সন্তান। ওই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণির শিক্ষকও জঙ্গি প্রশিক্ষণে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। তারা মেধাবী ছাত্রদেরকে টার্গেট করে এবং এসব ছাত্র কি পছন্দ করে, শিক্ষকরা ওই সকল বিষয়ে তাদের চাহিদা নানা কৌশলে পূরণ করে থাকেন। নানা কৌশলে নানা ছলনায় ছাত্রদেরকে শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। এরপর তাদেরকে জঙ্গি তৎপরতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হন শিক্ষকরা। ওই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তথ্য দিয়ে জানান যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়ামের এক শ্রেণির শিক্ষক সক্রিয়ভাবে জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িত। আর এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে বহির্বিশ্বের কোনো কোনো দেশ জঙ্গি কার্যক্রমের জন্য মোটা অংকের অনুদান দিয়ে থাকে।

এই অনুদানকে পরবর্তীতে জাহির করা হয় এই বলে যে, এই সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বহির্বিশ্বের ওই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকরাও জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে জড়িত। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষার নামে জঙ্গি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। অনুসন্ধানে এ ধরনের তথ্য বেরিয়ে আসছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দুই শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন,

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

চার বেসরকারি ভার্সিটির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশব্যাপী জঙ্গিদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয় দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায়। তাহলে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল কিংবা তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের মদদদাতাও রয়েছেন। অপর এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে মাঠ পর্যায়ে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে এক শ্রেণির কর্মকর্তা টাকা কামানোর ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত। এছাড়া রাজধানীসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পদ ধরে রাখার জন্য বা বদলি হয়ে আসার জন্য লেনদেন নিয়ে ব্যস্ত। আর এই সুযোগ নিচ্ছেন জামায়াত-শিবির মতাদর্শের একশ্রেণির কর্মকর্তার গ্রুপ। তারা আওয়ামী বা সরকার দলীয় লোক সেজে গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নেন। তাদের এই ধরনের দলবাজি এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণেই খোদ রাজধানীতেই সহজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অভিজাত এলাকায়, মিরপুর ও উত্তরাসহ বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে একটি গোয়েন্দা সংস্থার একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জঙ্গি তৎপরতায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। রাজধানীসহ সারাদেশে ৯২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৬২টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রয়েছে। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের বেশিরভাগ মালিকও উচ্চবিত্ত পরিবার ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এই সমস্ত স্কুলে শিক্ষার অন্তরালে কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা স্বয়ং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও খোঁজ রাখে না। গুলশান ও শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলায় নিহত জঙ্গিদের পরিচয় মেলার পর শীর্ষ প্রশাসন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়ে নিখোঁজ ছাত্রদের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। এই নির্দেশনার প্রেক্ষিতে র‍্যাব, পুলিশ ও তিনটি গোয়েন্দা সংস্থা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে অনুসন্ধান শুরু করে।

র‍্যাবের ইন্টিলিজেন্স উইংয়ের পরিচালক লে. কর্নেল আবুল কালাম আজাদ বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাবের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চলবে।

ধানমন্ডি এলাকায় একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই স্কুল প্রতিষ্ঠাতা একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি হিযবুত তাহরীরের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তার স্ত্রী ওই স্কুলটি পরিচালনা করতেন। এই স্কুলের আরো তিনটি শাখা রয়েছে। মোহাম্মদপুর, গুলশান ও উত্তরায়। দশ জঙ্গির ছবিসহ প্রকাশিত তালিকার একজন জুবায়ের রহিম। তিনি এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তার পাসপোর্টের ঠিকানা অনুযায়ী ধানমন্ডিতে তার বাসায় গিয়ে দেখা যায় ওই ঠিকানাটি তার নয়। তিনি পাসপোর্টে ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করেছেন। তার পিতার নাম বজলুর রহিম।

ডিএমপি পুলিশ কমিশনার মো. আসাদুজ্জামান মিয়া বলেন, তারা উক্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সম্পর্কে অবহিত। এ ছাড়া রাজধানীর সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পুলিশের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে বলা হয়, রাজধানীর বাহিরের এসপিদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর জন্য।